পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি
(Variable Costing and Absorption Costing)

৮

আপনি একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মালিক। আপনাকে ফ্যাক্টরীতে উৎপাদিত জ্যাকেটের একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি জ্যাকেট উৎপাদন করার জন্য আপনাকে কাঁচামাল হিসেবে কাপড় কিনতে হবে, জ্যাকেট সেলাই করার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করতে হবে, মেশিন ক্রয় করতে হবে, কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য পরিবহণ খরচ প্রদান করতে হবে। আবার আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ব্যয়ও করতে হবে। যেমন বেতন প্রদান, বিদ্যুৎ খরচ ইত্যাদি। জ্যাকেট বিক্রয়ের আপনাকে বিক্রয় সংক্রান্ত খরচও করতে হবে। পণ্য ব্যয় নির্ধারণের জন্য এধরনের জন্য খরচকে আপনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে পারেন। যেমন স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল আবার উৎপাদন সংক্রান্ত ও অনুৎপাদন সংক্রান্ত। এখন আপনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যয়কে বিবেচনা করবেন আপনার পণ্য ব্যয় সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। পণ্য ব্যয় নির্ধারণের এই দুটি পদ্ধতি বা কৌশল হল (১) পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি বা কৌশল এবং (২) পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি বা কৌশল। পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি বা কৌশল অনুযায়ী শুধু পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় পণ্য ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে কালীন ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরপক্ষে পরিশোষণ ব্যয় কৌশল বা পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদনের সাথে জড়িত উভয় প্রকার অর্থাৎ পরিবর্তনশীল এবং স্থায়ী ব্যয়কে পণ্য ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই পৃষ্ঠা খালি থাকবে

ইউনিট-৮

পাঠ - ১ : তত্ত্বীয় আলোচনা
(Theoretical Discussion)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন
- পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন
- আন্তঃ রিপোর্টিং ও বহিঃ রিপোর্টিং জন্য ব্যবহৃত ব্যয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

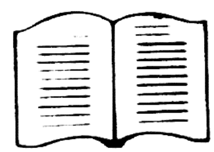

মুনাফা হল কারবার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। ব্যবস্থাপকদের কাজের মূল্যায়ন প্রায়শই আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশের মুনাফার উপর ভিত্তি করে করা হয়। তাই ব্যবস্থাপকগণ সবসময়ই এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন যাতে করে মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং তাদের কাজের মূল্যায়নও ভালো হয়। কিন্তু কীভাবে বা কী পদ্ধতিতে এই মুনাফা নির্ণয় করা হয়? নির্ণীত মুনাফা সঠিক বা প্রকৃত মুনাফা কি না সে বিষয়ের সমাধানের জন্য হিসাববিদগণ বিভিন্ন উপাদান বিবেচনা করে থাকেন। এই উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হল পণ্য উৎপাদন ব্যয় (Product Cost) নির্ণয়ের সঠিক পদ্ধতি বেছে নেওয়া। তাই পণ্য উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সঠিক পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে হিসাববিদ এবং ব্যবস্থাপক দু'জনকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ প্রকৃত মুনাফার দ্বারাই হিসাববিদ এবং ব্যবস্থাপকের কাজের মূল্যায়ন করা হয়।

এই ইউনিটটিতে আমরা পণ্য উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের প্রধান দুটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। এই পদ্ধতি দু'টি হল :

- পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি (Variable Costing Method)
- পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি (Absorption Costing Method)

স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হিসাবভুক্তকরণ
(Accounting for Fixed Manufacturing Overhead)

স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে পণ্য ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না কিন্তু পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এখানে আমরা পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করব। এই দু'টি পদ্ধতির পার্থক্য মূলতঃ একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে; তা হল, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় পণ্য ব্যয় নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কিন্তু পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় পণ্য ব্যয় নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যেহেতু স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় পণ্য ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, তাই মজুত পণ্যের (Inventory) সাথেও স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয় না। অপরপক্ষে, পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় মজুত পণ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতির ধারণাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে মেয়াদ উত্তীর্ণ বা তামাদি ব্যয় (Expired Cost) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই এই ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের বিক্রয়ের বিপরীতে চার্জ করা হয়। মেয়াদ অনুত্তীর্ণ ব্যয় (Unexpired Cost) হিসেবে মজুত পণ্যের মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না বা পরবর্তী বছরের বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

নিচে পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং পরিশোষণ ব্যয় অনুযায়ী ব্যয় প্রবাহের (flow of cost) একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখান হলো, যার সাহায্যে এই দু'টি পদ্ধতির ধারণাগত বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হবে।

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি

উৎপাদনের উপাদান
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
প্রত্যক্ষ মজুরি
অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ
পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়

→ পণ্য বিক্রয় হয়ে গেলেই বিক্রীত পণ্যের ব্যয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে ব্যয় হিসেবে চার্জ করা হয়।

→ অবিক্রীত পণ্য বাবদ মূল্য মজুত পণ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং উদ্বর্তপত্রে দেখান হয়।

\+

স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়

→ মেয়াদ উত্তীর্ণ বা তামাদি ব্যয় হিসেবে শুধুমাত্র আয়-ব্যয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি

উৎপাদনের উপাদান
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
প্রত্যক্ষ মজুরি
অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ
পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়

→ পণ্য বিক্রয় হয়ে গেলেই বিক্রীত পণ্যের ব্যয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে ব্যয় হিসেবে চার্জ করা হয়।

→ অবিক্রীত পণ্য বাবদ মূল্য মজুত পণ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং উদ্বর্তপত্রে দেখান হয়।

> পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে কালীন ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

> পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আপনার কাছে একটি বিষয় নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতির একমাত্র পার্থক্যের কারণটি হল স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হিসাবভুক্তকরণের বিষয়টি। অর্থাৎ, স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে আমরা যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ বা তামাদি ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করি, তবে তার সম্পূর্ণ অংশ বিক্রয়ের বিপরীতে আয় ব্যয় বিবরণীতে চার্জ করা হয়। এর ফলে অবিক্রীত মজুত পণ্যের মধ্যে স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয় না। এটি হল পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি। অর্থাৎ, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে কালীন ব্যয় (Period Cost) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরপক্ষে, পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় উৎপাদন ব্যয় এর উপাদান হিসেবে গণ্য হয় এবং তা অবিক্রীত মজুত পণ্যের মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ, এই পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে পণ্য ব্যয় (Product Cost) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

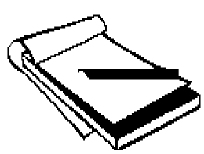

অনুশীলন
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে কালীন ব্যয় বা পণ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হলে মুনাফার পরিমাণে কোন পার্থক্য হবে কি? কেন এবং কীভাবে? ব্যাখ্যা করুন।

লক্ষ্যনীয় বিষয়

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিকে কখনও কখনও প্রত্যক্ষ ব্যয় পদ্ধতিও (Direct Costing Method) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা বলব দু'টি কারণে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ ব্যয় পদ্ধতি বলা সঠিক নয়। কারণ দু'টি হল, (১) পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে শুধু প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ মজুত পণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এক্ষেত্রে পরোক্ষ ব্যয়- যেমন, পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়ও পণ্যের মূল্য নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (২) পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যয়কে পণ্য মূল্য নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন, শুধু প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক ব্যয় (Direct Administrative Costs), কিংবা প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যয় (Direct Marketing Costs) পণ্য মূল্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

আসুন বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি। মনে করুন রানা কোঃ-এর প্রতিটি ঘড়ি তৈরিতে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৬০ টাকা এবং পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় ৪০ টাকা প্রয়োজন। স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়ের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা। ১৯৯৫ সালে রানা কোঃ ৫০০০টি ঘড়ি প্রস্তুত করে এবং ৪,০০০ টি ঘড়ি বিক্রয় করে। অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের শেষে রানা কোঃ-এর অবিক্রিত মজুত পণ্যের পরিমাণ (৫,০০০-৪,০০০) = ১,০০০ টি ঘড়ি।

আপনি ইতোপূর্বেই জেনেছেন, প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ মজুরি হচ্ছে পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়। সুতরাং, প্রতিটি ঘড়ি প্রস্তুত মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ে হবে,

একক প্রতি প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	১০০ টাকা
একক প্রতি প্রত্যক্ষ মজুরি	৬০ ’’
একক প্রতি পরিবর্তনশীল উপরিব্যয়	৪০ ’’
একক প্রতি মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়	২০০ টাকা

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে এভাবেই একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে, যে ৪,০০০ টি ঘড়ি বিক্রয় করা হয়েছে তার ব্যয় নির্ণয় করা হবে নিম্নরূপ -

৪,০০০ টি ঘড়ির মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (৪০০০ × ২০০)	৮,০০,০০০	টাকা
মোট স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	২,০০,০০০	’’
বিক্রীত পণ্যের মোট ব্যয়	১০,০০,০০০	’’

অবিক্রীত মজুত ১০০০ টি ঘড়ির ব্যয় হবে প্রতিটি ২০০ টাকা হারে, (১০০০ × ২০০) = ২,০০,০০০ টাকা। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এই অবিক্রীত মজুত ১০০০ টি ঘড়ির ব্যয় নির্ণয়ে একক প্রতি মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (প্রতিটি ২০০ টাকা) ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিক্রীত মজুত পণ্য মূল্যায়নে কোন স্থায়ী ব্যয়ের অংশ নেই। ১৯৯৫ সালের অবিক্রীত সমাপনী মজুত পণ্যই হলো ১৯৯৬ সালের প্রারম্ভিক মজুত পণ্য। সুতরাং বলা যায়, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে ১৯৯৬ সালের মজুত পণ্যে, অর্থাৎ পরবর্তী বৎসরের মজুতপণ্যে চলতি বৎসরের স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়ের কোন অংশ যায় না। রানা কোঃ যদি প্রতিটি ঘড়ি ৩০০ টাকা দরে বিক্রয় করে তবে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে ১৯৯৫ সালের মুনাফা হবে,

বিক্রয় রাজস্ব (৪,০০০ টি ঘড়ি @ ৩০০ টাকা)	১২,০০,০০০	টাকা
বাদ- পরিবর্তনশীল ব্যয় (৪,০০০ টি ঘড়ি @ ২০০ টাকা)	৮,০০,০০০	টাকা
দত্তাংশ	৪,০০,০০০	টাকা
বাদ- স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	২,০০,০০০	টাকা
মুনাফা	২,০০,০০০	টাকা

এতক্ষণ পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি সম্বন্ধে জানলেন। এবার আসুন, উপরের উদাহরণটি পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করি। পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে ১৯৯৫ সালে ৫,০০০ টি ঘড়ি উৎপাদনের ব্যয় এবং বিক্রীত ৪,০০০ টি ঘড়ির ব্যয় নিম্নরূপে নির্ণয় করা হবে -

	মোট ব্যয়	একক প্রতি ব্যয়
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল : (৫০০০ × ১০০) =	৫,০০,০০০ টাকা	১০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি : (৫০০০ × ৬০) =	৩,০০,০০০ টাকা	৬০ টাকা
পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় : (৫০০০ × ৪০) =	২,০০,০০০ টাকা	৪০০ টাকা
স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় :	২,০০,০০০ টাকা	৪০ টাকা
মোট ব্যয়	১২,০০,০০০ টাকা	২৪০ টাকা

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, একক প্রতি ব্যয় নির্ধারণে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সাথে, মোট স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ২,০০,০০০ টাকাকে, মোট উৎপাদন ৫০০০ একক দ্বারা ভাগ করে একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় যোগ করা হয়েছে। সুতরাং যে ৪০০০ টি ঘড়ি বিক্রয় করা হয়েছে, সেই বিক্রীত

পণ্যের মোট ব্যয় হবে, (৪,০০০ X ২৪০) = ৯,৬০,০০০ টাকা। আবার, অবিক্রীত ১০০০ টি এককের মূল্য হবে, (১,০০০ X ২৪০) = ২,৪০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণে যেহেতু স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেই একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় দ্বারা যেহেতু সমাপনী মজুত পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে, সেজন্য সমাপনী মজুত পণ্যের সাথে ১৯৯৫ সালের স্থায়ী ব্যয়ের একটি অংশ ১৯৯৬ সালের প্রারম্ভিক মজুত হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে রানা কোঃ-এর ১৯৯৫ সালের মুনাফা হবে-

বিক্রয় রাজস্ব (৪০০০ টি ঘড়ি @ ৩০০ টাকা)	=	১২,০০,০০০ টাকা
বাদ, বিক্রিত পণ্যের মোট ব্যয়	=	৯,৬০,০০০ ’’
মুনাফা (৪,০০০ টি ঘড়ি @ ২৪০ টাকা)		২,৪০,০০০ টাকা

অনুশীলন

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে মুনাফার পরিমাণ ভিন্ন হওয়ায় কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ১৯৯৫ সালের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্থায়ী ব্যয়কে এরূপ একটি সময়ের ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করায় এক্ষেত্রে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে কালীন ব্যয় বা Period Cost বলা হয় অপরদিকে, পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে কোন একটি সময়ের ব্যয় হিসেবে বিবেচনা না করে, সেই সময়ে উৎপাদিত পণ্য এককের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়কে পণ্য ব্যয় বা Product Cost হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উপরের উদাহরণে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফার পরিমাণ ভিন্ন হয়েছে। পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা অপেক্ষা (২,৪০,০০০-২,০০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা বেশী। এর কারণ দু’টি; প্রথমত, ১৯৯৫ সালের প্রথমে কোন মজুত পণ্য না থাকলেও ১৯৯৫ সালের শেষে মজুত পণ্য ১০০০ টি। অর্থাৎ, মজুত পণ্য পরিবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে দুটি ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। মজুত পণ্যের পরিবর্তন এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় - এই দু’টি গুণ করে, (১০০০ X ৪০) = ৪০,০০০ টাকা মুনাফার পার্থক্য জানা যায়। এ বিষয়ে পরবর্তী পাঠে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন নিচের অনুশীলনটি করতে চেষ্টা করুন, যা আপনাকে এই পাঠের বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করবে।

অনুশীলন

মুন লিঃ এর প্রতিটি খেলনা গাড়ি তৈরিতে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ২০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ২৫ টাকা এবং পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় ৫ টাকা ব্যয় হয়। বার্ষিক মোট স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ৫০,০০০ টাকা। প্রতিটি গাড়ির বিক্রয়মূল্য ৮০ টাকা। ১৯৯৫ সালে উৎপাদিত ১০,০০০ গাড়ির মধ্যে ৭,০০০ গাড়ি বিক্রয় হয়। প্রারম্ভিক কোন মজুত ছিল না। পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে ১৯৯৫ সালের জন্য মুন লিঃ-এর মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করুন।

প্রাথমিক পর্যায়ে, আলোচনার সুবিধার্থে উপরের উদাহরণে শুধু প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি এবং পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বন্টন সংক্রান্ত পরিবর্তনশীল এবং স্থায়ী ব্যয় এক্ষেত্রে দেখানো হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তী পাঠে ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে দু’টি বিষয় মনে রাখতে হবে।

- পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে একক প্রতি ব্যয় নির্ধারণে সকল প্রকার উৎপাদন সংক্রান্ত পরিবর্তনশীল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে একক প্রতি ব্যয় নির্ধারণে কেবল পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আন্তঃ রিপোর্টিং ও বহিঃ রিপোর্টিং : ব্যয় পদ্ধতি
(Internal Reporting and External Reporting: Costing Method)

একটি বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন যে, বাস্তবক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্য মূল্যায়নের (Performance Evaluation/Measurement) উদ্দেশ্যে আন্তঃ রিপোর্টিং-এ পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে, বহিঃ রিপোর্টিং এর জন্য বা কর প্রদানের জন্য পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য তথ্যকে দু'ভাবে উপস্থাপন করতে হয়– আন্তঃ রিপোর্ট ও বহিঃ রিপোর্ট। তাই এটির ব্যবহার বিগত দুই দশক পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যয় বহুল ছিল। কারণ, এখানে করণিক ব্যয় (Clerical Cost) অনেক বেশী। কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহারের ক্রমহ্রাসমান খরচ এবং ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহারের খরচ কমে এসেছে। আন্তঃ রিপোর্টিং এর জন্য একটি পৃথক পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি সংরক্ষণ করা কতটুকু উপযোগী, তা নিয়ে ব্যবস্থাপককে ভাবতে হতো। কিন্তু আধুনিক, পরিকল্পিত হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি সমৃদ্ধ কম্পিউটার 'সফট ওয়্যার' আবিস্কৃত হওয়ায় একটি উপযোগী হিসাববিজ্ঞান ব্যয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা বর্তমানে ব্যবস্থাপকদের জন্য অত্যন্ত সহজ।

> কম্পিউটার ব্যবহারের ক্রমহ্রাসমান খরচ এবং ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহারের খরচ কমে এসেছে।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. ব্যবস্থাপকগণ এমনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করেন যাতে করে -
   ক. মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়
   খ. তাঁদের কাজের মূল্যায়ন ভাল হয়
   গ. ক ও খ উভয়ই ঠিক
   ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

২. প্রকৃত মুনাফা নির্ণয়ে বিবেচ্য বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান হল -
   ক. পণ্য উৎপাদন ব্যয়
   খ. বিক্রয় মূল্য
   গ. প্রশাসনিক ব্যয়
   ঘ. সবগুলিই ঠিক।

৩. পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতির ধারনাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে বিবেচনা করা হয় -
   ক. মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যয় হিসেবে
   খ. তামাদি ব্যয় হিসেবে
   গ. কালীন ব্যয় হিসেবে
   ঘ. সবগুলিই ঠিক।

৪. পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতির ধারনাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে বিবেচনা করা হয় -
   ক. পণ্য ব্যয় হিসেবে
   খ. মজুত পণ্যের মূল্যের অংশ হিসেবে
   গ. কালীন ব্যয় হিসেবে
   ঘ. ক ও খ উভয়ই ঠিক।

৫. পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ ব্যয় পদ্ধতি বলা ঠিক নয়, কারণ এই পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয়ে -
   ক. শুধু প্রত্যক্ষ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না
   খ. পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে
   গ. সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না
   ঘ. সবগুলিই ঠিক।

৬. এবিসি কোঃ-এর ৩,০০০ টি ঝরনা কলম প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল বাবদ ১৫ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি বাবদ ১০ টাকা এবং পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় বাবদ ৫ টাকা খরচ হয়। এছাড়াও স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় বাবদ ১০,০০০ টাকা খরচ হয়। যদি প্রতিটি কলমের বিক্রয় মূল্য ৪০ টাকা হয় তবে দত্তাংশ কত ?
   ক. ২০,০০০ টাকা
   খ. ৩০,০০০ টাকা
   গ. ১০,০০০ টাকা
   ঘ. কোনটি নয়।

৭. আন্তঃ রিপোর্টিং এর জন্য ব্যবহৃত হয় -
   ক. পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি
   খ. পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি
   গ. ক ও খ উভয়
   ঘ. কোনটিই নয়।

পাঠ -২ : ব্যবহারিক সমস্যা ও সমাধান
(Practical Problem and Solution)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবেন
- পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবেন
- উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ করতে
- পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফার পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

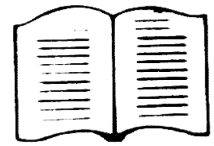

আগের পাঠ থেকে আমরা মূলতঃ পরিবর্তনশীল এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি সংক্রান্ত তত্ত্বীয় বিষয়গুলো জেনেছি। এছাড়াও একটি ছোট উদাহরণের সাহায্যে তত্ত্বীয় বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পাঠ থেকে আমরা এ সংক্রান্ত আরো কিছু ব্যবহারিক সমস্যা ও সমাধান জানবো।

প্রথমেই একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি। একটি একক পণ্যের (Single Product) জন্য নোভা কোম্পানির ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে নিম্নলিখিত প্রমাণ ব্যয় (Standard Costs) ছিল।

একক প্রতি প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (Direct Material per Unit)	৳ ১.৪০
একক প্রতি প্রত্যক্ষ মজুরি (Direct Labour per Unit)	৳ ১.৩০
একক প্রতি পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয় (Variable Manufacturing overhead per Unit)	৳ ০.৩০
একক প্রতি পরিবর্তনশীল প্রমাণ ব্যয় (Standard Variable Cost per unit)	৳ ৩.০০
বাজেটকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	৳ ১,৬০,০০০.০০
বাজেটকৃত বা প্রত্যাশিত উৎপাদন (প্রতি বছর)	১,৬০,০০০ একক
একক প্রতি বিক্রয়মূল্য	৫ টাকা।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ধরে নেব যে কোম্পানীটির একটি মাত্র ব্যয় চালক রয়েছে যা পরিবর্তনশীল ব্যয়কে প্রভাবিত করবে, তা হ'ল *উৎপাদন একক।* বাজেটকৃত এবং প্রকৃত বাৎসরিক বিক্রয় ও প্রশাসনিক স্থায়ী ব্যয় ৬০,০০০ টাকা। বিক্রয় কমিশন বিক্রয়ের শতকরা ৪ ভাগ।

প্রকৃত উৎপাদন একক নিম্নরূপ:

একক	১৯৯৪	১৯৯৫
প্রারম্ভিক মজুতপণ্য	—	৩০,০০০
উৎপাদন	১,৮০,০০০	১,৫০,০০০
বিক্রয়	১,৫০,০০০	১,৭০,০০০
সমাপনী মজুতপণ্য	৩০,০০০	১০,০০০

মনে করুন, প্রমাণ এবং প্রকৃত পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত এবং প্রমাণ স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় সমান।

আসুন উপর্যুক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণীগুলো প্রস্তুত করি।

- পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালের জন্য আয় বিবরণী।
- পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালের জন্য আয় বিবরণী।
- এই দুই পদ্ধতি অনুযায়ী যে আয় নিরূপিত হবে তার জন্য সমন্বয় বিবরণী।

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী আয় বিবরণী

নোভা কোম্পানি
পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী তুলনামূলক আয় বিবরণী
১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালের জন্য ('০০০ টাকা)

		১৯৯৪		১৯৯৫
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব (১,৫০,০০০ ও ১,৭০,০০০ একক) .... (ক)		৭৫০		৮৫০
পরিবর্তনশীল ব্যয়				
বিক্রিত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়				
প্রারম্ভিক মজুত, পরিবর্তনশীল প্রমাণ ব্যয় (৩০,০০০ একক @ ৳ ৩)	-		৯০	
যোগ: পণ্য উৎপাদনের পরিবর্তনশীল প্রমাণ ব্যয়, (১,৮০,০০০ ও ১,৫০,০০০ একক @ ৳ ৩)	৫৪০		৪৫০	
বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত পণ্যের ব্যয়	৫৪০		৫৪০	
বাদ: সমাপনী মজুত, পরিবর্তনশীল প্রমাণ ব্যয়, (৩০,০০০ ও ১০,০০০ একক @ ৳ ৩)	৯০		৩০	
বিক্রীত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় -	৪৫০		৫১০	
যোগ: পরিবর্তনশীল বিক্রয় খরচ, বিক্রয় রাজস্বের ৪%	৩০		৩৪	
মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (খ)		৪৮০		৫৪৪
দত্তাংশ				
(গ) = (ক) - (খ)		২৭০		৩০৬
স্থায়ী ব্যয়				
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	১৬০		১৬০	
স্থায়ী বিক্রয় এবং প্রশাসনিক ব্যয়	৬০		৬০	
মোট স্থায়ী ব্যয় - (ঘ)		২২০		২২০
পরিচালনা মুনাফা (Operating Profit) (গ) - (ঘ)		৫০		৮৬

সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্যের মধ্যে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত

আলোচ্য সমস্যা এবং সমাধান থেকে একটি বিষয় আপনার কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে পণ্যের ব্যয় নির্ধারণে কেবল পরিবর্তনশীল ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্যের মধ্যেও শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পক্ষান্তরে পরিবর্তশীল পদ্ধতিতে স্থায়ী উৎপাদন বা কারখানা উপরিব্যয় পণ্য ব্যয় নির্ধারণে কোন প্রভাব ফেলছে না। এই ব্যয়কে এখানে কালীন ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সরাসরি দত্তাংশ থেকে বাদ দিয়ে পরিচালনা মুনাফা (Operating Income) নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়কে কালীন ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, পণ্য ব্যয় হিসেবে নয়।

এবারে আসুন, এই একই সমস্যার দ্বারা পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী কীভাবে পরিচালনা মুনাফা নির্ধারণ করা হয়, তা দেখি। প্রথমে সমাধানটি দেখুন, তারপর নীচে যে আলোচনা রয়েছে তার সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করুন।

নোভা কোম্পানি
পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী তুলনামূলক আয় বিবরণী
১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালের জন্য ('০০০ টাকা)

		১৯৯৪		১৯৯৫
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব (১,৫০,০০০ ও ১,৭০,০০০ একক)		৭৫০		৮৫০
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়				
প্রারম্ভিক মজুত, প্রমাণ পরিশোষণ ব্যয় (৩০,০০০ একক @ ৳ ৪)	-		১২০	
যোগ: উৎপাদিত পণ্যের প্রমাণ ব্যয়, (১,৮০,০০০ ও ১,৫০,০০০ একক @ ৳ ৪)	৭২০		৬০০	
বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত পণ্যের ব্যয়	৭২০		৭২০	
বাদ: সমাপনী মজুত পণ্য প্রমাণ পরিশোষণ ব্যয় @৳ ৪)	১২০		৪০	
বিক্রিত পণ্যের প্রমাণ ব্যয় -		৬০০		৬৮০
প্রমাণ মোট মুনাফা (at Standard)		১৫০		১৭০
উৎপাদন-পরিমাণ ভেদাঙ্ক (Variance)		২০F		১০U
প্রকৃত মোট মুনাফা (at actual)		১৭০		১৬০
বাদ: বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়		৯০		৯৪
পরিচালনা মুনাফা		৮০		৬৬

এবারে আসুন আমরা একে একে বুঝতে চেষ্টা করি পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী যে আয় বিবরণী দুটি তৈরি করা হয়েছে, সেখানে কী কী বিশেষ বিষয় লক্ষ্যনীয়।

প্রথমত : পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী একক প্রতি পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় ৩.০০ টাকা। এখানে স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু পরিশোষণ উৎপাদন ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কেই উৎপাদন ব্যয়-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়কেও একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়কে 'পরিশোষণ উৎপাদন ব্যয়' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে ধারণাটি এমন যে, পণ্য উৎপাদনে যে ব্যয় পরিশোষণ করা হয়; তা পরিবর্তনশীল হোক বা স্থায়ী হোক, পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণে তাকে বিবেচনায় আনা হবে। বিপরীতক্রমে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী ব্যয়ের কোন প্রভাব উৎপাদন ব্যয়ে বিবেচিত হয় না। অর্থাৎ, পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় এবং স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়ের বিষয়টি মধ্যে পার্থক্যের এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী, 'উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যয়' এবং 'বিক্রয় ব্যয় প্রশাসনিক ব্যয় ও বাজারজাতকরণ ব্যয়' এর মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করা হয়।

পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে:

একক প্রতি পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় ৩.০০ টাকা। এর সাথে একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় ১.০০ টাকা যোগ করে মোট একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে (৩.০০+১.০০) = ৪.০০ টাকা। এই একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় ১.০০ টাকা আমরা কীভাবে পেলাম? লক্ষ্য করুন আলোচ্য উদাহরণে দেওয়া আছে, প্রত্যাশিত বা বাজেটকৃত উৎপাদন পরিমাণ ১,৬০,০০০ একক এবং বাজেটকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ১,৬০,০০০ টাকা সুতরাং;

$$\text{স্থায়ী উপরিব্যয় হার} = \frac{\text{বাজেটকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়}}{\text{প্রত্যাশিত উৎপাদন পরিমাণ}} = \frac{\text{১,৬০,০০০ টাকা}}{\text{১,৬০,০০০ একক}} = \text{১.০০ টাকা}$$

$\therefore$ একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় = ১.০০ টাকা।

পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়কে পণ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কালীন ব্যয় হিসেবে নয়।

দ্বিতীয়ত : পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিক্রয় রাজস্ব থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (যেখানে শুধু পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়ের অংশ রয়েছে) বাদ দিয়ে দত্তাংশ (Contribution Margin) নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিক্রয় রাজস্ব থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় (যেখানে পরিশোষণ ব্যয় অর্থাৎ পরিবর্তনশীল এবং স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়-এই দুইয়েরই অংশ রয়েছে) বাদ দিয়ে প্রমাণ মোট মুনাফা (Gross Profit at Standard) নির্ণয় করা হয়েছে।

এখানে আরো যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হলো, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে প্রকৃত পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং প্রকৃত স্থায়ী ব্যয়কে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের আলোচ্য উদাহরণে বলা আছে, প্রমাণ পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় (Standard Variable Manufacturing Cost) এবং প্রকৃত পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় (Actual Variable Manufacturing Cost)-এর মধ্যে কোন ভেদাঙ্ক বা পার্থক্য (Variance) নেই। তাই এখানে প্রমাণ ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয় একই।

তবে পরিশোষন ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে, প্রমাণ ব্যয় সাপেক্ষে উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে যে মোট মুনাফা নিণীর্ত হয়, তাকেও প্রমাণ মোট মুনাফা (Gross Profit at Standard) বলা হয়। পরবর্তীতে অনুকূল উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক (Favourable Production Volume Variance) এবং প্রতিকূল উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক (Unfavourable Production Volume Variance) সমন্বয় করে প্রকৃত মোট মুনাফা (Gross Profit at Actual) নির্ণয় করা হয়। উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক সম্পর্কে আমরা একটু পরেই আরো বিস্তৃত আলোচনায় আসছি।

আপনার মনে একটি বিষয় নিশ্চয়ই জটিল মনে হচ্ছে তা হল, আমরা পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী আয় বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে, প্রমাণ মোট মুনাফা (Gross Profit at Standard) নির্ণয় করার পরবর্তী ধাপে, প্রকৃত মোট মুনাফা নির্ণয় করার জন্য, উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক কেন সমন্বয় করি? নিচের বিষয়টি লক্ষ্য করুন:

১৯৯৪ সালে পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় ১,৮০,০০০ একক @ ৳ ৪.০০ = ৭,২০,০০০ টাকা। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় হল; (১,৮০,০০০ একক @ ৩.০০ টাকা +১,৬০,০০০ টাকা = ৫,৪০,০০০ টাকা + ১,৬০,০০০ টাকা = ৭,০০,০০০ টাকা।

অর্থাৎ, প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় ৭,০০,০০০ টাকা, কিন্তু বিক্রয় রাজস্ব এর বিপরীতে চার্জ করা হয়েছে ৭,২০,০০০। এই অতিরিক্ত ২০,০০০ টাকা চার্জ করার ফলে প্রমাণ মোট মুনাফা ২০,০০০ টাকা কম হয়েছে। তাই প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণের জন্য এই ২০,০০০ টাকা যোগ করা হয়েছে।

একইভাবে, ১৯৯৫ সালে পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদন ব্যয় ১,৫০,০০০ একক @৪.০০ টাকা =৬,০০,০০০ টাকা। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় হল; (১,৫০,০০০ একক @ ৩.০০ টাকা + ১,৬০,০০০ টাকা = ৪,৫০,০০০ টাকা + ১,৬০,০০০ টাকা = ৬,১০,০০০ টাকা)

অর্থাৎ, প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় ৬,১০,০০০ টাকা, কিন্তু বিক্রয় রাজস্ব এর বিপরীতে চার্জ করা হয়েছে ৬,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা কম চার্জ করা হয়েছে। তাই প্রকৃত মুনাফা অপেক্ষা পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী প্রমাণ মুনাফা ১০,০০০ টাকা দ্বারা বেশি দেখানো হয়েছে। সুতরাং, প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করার জন্য এই ১০,০০০ টাকা বিয়োগ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত; পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণীতে ব্যয়কে মূলত দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে- উৎপাদন সংক্রান্ত (Manufacturing) এবং অনুৎপাদন সংক্রান্ত (Non-manufacturing), অপরদিকে, পরবির্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে আয় বিবরণী প্রস্তুতে ব্যয়কে পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost) এবং স্থায়ী ব্যয় এ দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে রাজস্ব (Revenue) থেকে সকল পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দিয়ে (উৎপাদন সংক্রান্ত ও অনুৎপাদন সংক্রান্ত) দত্তাংশ পাওয়া যায়। পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে রাজস্ব

থেকে সকল উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যয় (স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল) বাদ দিয়ে মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

আমরা যে উদাহরণটি নিয়ে আলোচনা করলাম তা থেকে ১৯৯৫ সালের উপাত্ত দিয়ে এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে আয় বিবরণী দেখানো যেতে পারে।

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি	**টাকা ('০০০)**	**পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি**	**টাকা ('০০০)**
বিক্রয় রাজস্ব	৮৫০	বিক্রয় রাজস্ব	৮৫০
বাদ: সকল পরিবর্তনশীল ব্যয়	৫৪৪	*বাদ:* সকল উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যয়	৬৯০
দত্তাংশ	৩০৬	মোট মুনাফা	১৬০
বাদ: সকল স্থায়ী ব্যয়	২২০	*বাদ:* সকল অনুৎপাদন সংক্রান্ত ব্যয়	৬৬
পরিচালনা মুনাফা	৮৬		৬৬

উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক : অনুকূল এবং প্রতিকূল
(Production Volume Variance : Favourable and Unfavourable)

প্রকৃত উৎপাদন পরিমাণ থেকে প্রত্যাশিত বা বাজেটকৃত উৎপাদন পরিমাণের যে পার্থক্য তাকেই বলা হয় উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক। নিম্নলিখিতভাবে এই ভেদাঙ্ক নির্ণয় করা হয়:

প্রকৃত উৎপাদন পরিমাণ থেকে প্রত্যাশিত বা বাজেটকৃত উৎপাদন পরিমাণের যে পার্থক্য তাকেই বলা হয় উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক।

উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক = (প্রকৃত উৎপাদন পরিমাণ – বাজেটকৃত উৎপাদন পরিমাণ) × স্থায়ী উপরিব্যয় হার।

উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক নিম্নলিখিত উপায়েও নির্ণয় করা যায় :

উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক = প্রয়োগকৃত স্থায়ী উপরিব্যয় – বাজেটকৃত স্থায়ী উপরিব্যয়
= (প্রকৃত উৎপাদন এককের পরিমাণ × স্থায়ী উপরিব্যয় হার) – (প্রত্যাশিত/বাজেটকৃত এককের পরিমাণ × স্থায়ী উপরিব্যয় হার)

উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক নির্ণয়ে লক্ষ্যণীয় :

১. যখন প্রত্যাশিত বা বাজেটকৃত উৎপাদন পরিমাণ এবং প্রকৃত উৎপাদন পরিমাণ একই হয়, তখন কোন উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক থাকে না।

২. যখন প্রকৃত-উৎপাদন একক প্রত্যাশিত উৎপাদন এককের চেয়ে কম হয়, তখন এই উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ককে বলা হয় প্রতিকূল ভেদাঙ্ক (Unfavourable Variance)। কারণ, এক্ষেত্রে প্রকৃত সুবিধাদির ব্যবহার (Usages of Facilities) প্রত্যাশিত ব্যবহারের চাইতে কম বা অন্য কথায় সুবিধাদি অব্যবহৃত থাকছে। আবার, স্থায়ী উপরিব্যয়ও কম প্রয়োগ(Underapplied) হচ্ছে। আমাদের আলোচ্য উদাহরণে, ১৯৯৫ সালের জন্য এই প্রতিকুল ভেদাঙ্ক নির্ণয় করা হয়েছে এভাবে;

(প্রত্যাশিত উৎপাদন একক - প্রকৃত উৎপাদন একক) × প্রত্যাশিত স্থায়ী উপরিব্যয় হার = উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক।

বা, (১,৬০,০০০ একক -১,৫০,০০০ একক) × টা. ১.০০ = ১০,০০০ টাকা (প্রতিকুল)

অথবা,

উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক = (বাজেটকৃত স্থায়ী উপরিব্যয় - প্রয়োগকৃত স্থায়ী উপরিব্যয়)

বা, (১,৬০,০০০ × টা. ১.০০) - (১,৫০,০০০ × টা. ১.০০)

বা, (১,৬০,০০০ - ১,৫০,০০০) = ১০,০০০ টাকা প্রতিকূল।

৩. প্রকৃত উৎপাদন একক যখন বাজেটকৃত বা প্রত্যাশিত উৎপাদন এককের চাইতে বেশী হয়, তখন এই ভেদাঙ্ককে বলা হয় অনুকূল উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক (Favourable Production Volume Variance)। এই ভেদাঙ্ককে অনুকূল বলা হয় কারণ, সুবিধাদির প্রকৃত ব্যবহার (Usage of Facilities) প্রত্যাশিত ব্যবহারের চাইতে বেশি এবং স্থায়ী

উপরিব্যয়ও অতিরিক্ত প্রয়োগ (Overapplied) করা হয়। আমাদের আলোচ্য উদাহরণে ১৯৯৪ সালের ক্ষেত্রে এই অনুকূল ভেদাঙ্ক নির্ণয় করা হয়েছে এভাবে;

উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক = (বাজেটকৃত উৎপাদন একক × স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার) – (প্রকৃত উৎপাদন একক × স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার)
= (১,৬০,০০০ × ১.০০ টাকা) - (১,৮০,০০০ × ১.০০ টাকা)
= (১,৬০,০০০ - ১,৮০,০০০ টাকা)
= ২০,০০০ টাকা (অনুকূল)
অথবা,
(১,৬০,০০০ একক - ১,৮০,০০০ একক) × টা. ১.০০
= ২০,০০০ একক × টা. ১.০০
= ২০,০০০ টাকা (অনুকূল)।

পরিবর্তনশীল এবং স্থায়ী একক প্রতি ব্যয় (Variable and Fixed Unit Costs)

প্রতিষ্ঠানে বিভাগভিত্তিক বাজেট প্রস্তুত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নমনীয় বাজেট তৈরিতে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

প্রতিষ্ঠানে প্রত্যাশিত উৎপাদন অপেক্ষা প্রকৃত উৎপাদন ভিন্ন হলে, প্রত্যাশিত উৎপাদনের জন্য যে বাজেট তার সঙ্গে প্রকৃত উৎপাদনের ব্যয়ের তুলনা করা যৌক্তিক হবে না। সুতরাং, প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণের জন্য প্রমাণ ব্যয় সাপেক্ষে বাজেট তৈরি করে তার সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করা হলে এবং সেই অনুসারে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ করা হলে, তা যৌক্তিক হবে। এরূপ বাজেটকে নমনীয় বাজেট (Flexible Budget) বলা হয়। প্রতিষ্ঠানে বিভাগভিত্তিক বাজেট প্রস্তুত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নমনীয় বাজেট তৈরিতে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ, যে কোন উৎপাদনের পরিমাণকে একক প্রতি পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় দ্বারা গুণ করে যে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় পাওয়া যায়, তার সাথে মোট স্থায়ী ব্যয়কে কালীন ব্যয় হিসেবে যোগ করে মোট ব্যয় নির্ণয় করা হয়। অপরদিকে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত দ্রব্যের একক প্রতি পণ্য ব্যয় নির্ধারণে পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে ব্যয় প্রয়োগ (Cost Applied) করা হয়।

উৎপাদন, প্রশাসনিক এবং বিক্রয় ও বন্টন সম্পর্কিত পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী ব্যয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যয় পণ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং কোন্ কোন্ ব্যয় পণ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয় না (অর্থাৎ, কালীন ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়), তা পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে নিচে দেখানো হলো-

ব্যয়	পণ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না ?	
	পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে	পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	হ্যাঁ	হ্যাঁ
প্রত্যক্ষ মজুরি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়	হ্যাঁ	হ্যাঁ
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	না	হ্যাঁ
পরিবর্তনশীল প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বন্টন ব্যয়	না	না
স্থায়ী প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বন্টন ব্যয়	না	না

উপরের তালিকা থেকেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্যের বিষয় হচ্ছে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে উৎপাদন উপরিব্যয়কে সুনির্দিষ্টভাবে স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল হিসেবে বিভক্ত করা হয় না; তবুও যদি শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয় বিবেচনা করা হয়, তাহলে পরিবর্তনশীল বা পরিশোষণ উভয় ব্যয় পদ্ধতিতেই একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় সমান হবে। উভয়ক্ষেত্রেই একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি এবং পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উৎপাদন সাপেক্ষে দুটি পদ্ধতিতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা নিচে দেখানো হলো-

পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়

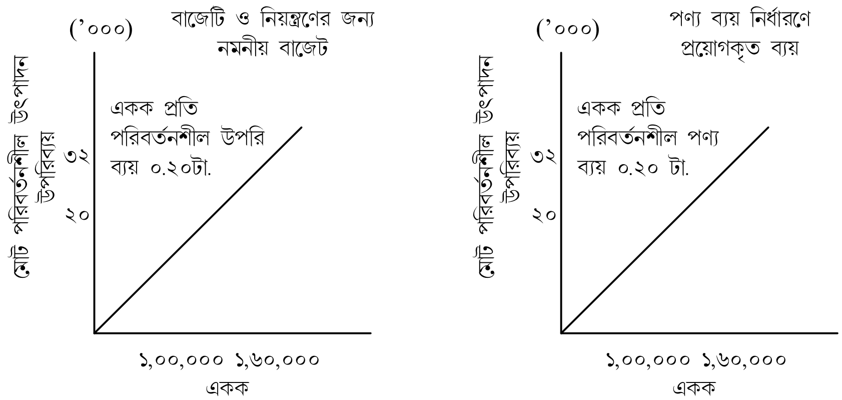

(পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি) (পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি)

উপরের চিত্র দুটি থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে দুটি চিত্র সম্পূর্ণ এক। পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী একক প্রতি প্রত্যাশিত পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী একক প্রতি প্রয়োগকৃত পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় সমান, অর্থাৎ টা. ০.২০। দুইটি ক্ষেত্রেই মনে করুন, প্রতি ২০০০ একক অতিরিক্ত উৎপাদনে (২০০০×০.২০) = ৪০০ টাকা অতিরিক্ত পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় প্রয়োজন হবে, কিংবা ৪০০ টাকা পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় পণ্য ব্যয়ে সংযুক্ত হবে। অন্যভাবে বলা যায়; বাজেট তৈরি এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত একক প্রতি পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় এবং পণ্য ব্যয় নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত একক প্রতি পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় সমান।

এবারে আসুন আমরা দেখি, প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়, নমনীয় বাজেট-এর স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় থেকে কীভাবে পৃথক।

স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়

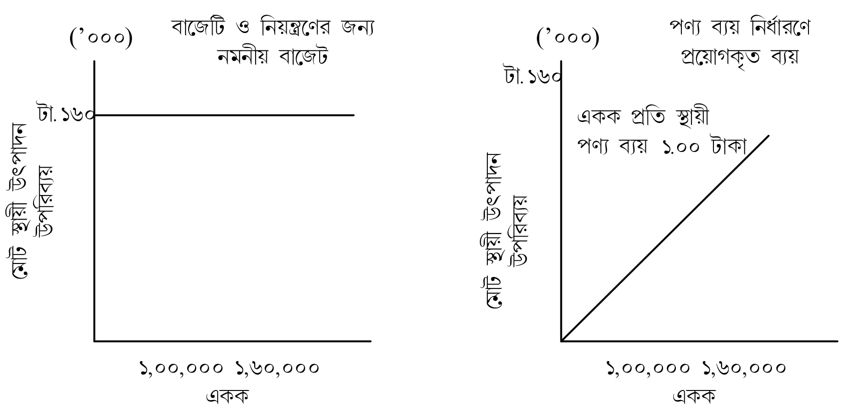

(পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি) (পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি)

লক্ষ্য করুন, নমনীয় বাজেট-এর জন্য বা পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা, এখানে যার পরিমাণ ১,৬০,০০০ টাকা। যে কোন একক পণ্য উৎপাদনে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক সীমায় এই ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে।

কিন্তু প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে বা পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী, এই ব্যয় প্রকৃত উৎপাদন এককের উপর নির্ভরশীল। যেমন:

প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় = প্রকৃত উৎপাদন একক × স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার

এখানে মনে রাখতে হবে, যখন প্রত্যাশিত উৎপাদন একক এবং প্রকৃত উৎপাদন একক সমান হয়, তখন দুটি ক্ষেত্রেই মোট স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় সমান হয়। কিন্তু প্রত্যাশিত উৎপাদন একক এবং প্রকৃত উৎপাদন একক যখন সমান হয় না, তখন এই দুটি পদ্ধতিতে নির্ণীত মোট স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ভিন্ন হয়। প্রত্যাশিত এবং প্রকৃত উৎপাদন এককের ভিন্নতার কারণে প্রকৃত স্থায়ী ব্যয় এবং প্রয়োগকৃত স্থায়ী ব্যয়ের পার্থক্যকেই আমরা উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক বলে থাকি।

স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার : প্রত্যাশিত উৎপাদন একক
(Fixed Manufacturing Overhead Rate: Expected Production Unit)

আমরা দেখেছি, স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার বা একক প্রতি উৎপাদন উপরিব্যয় নির্ধারণের জন্য প্রত্যাশিত উৎপাদন একককে বিভাজক বা হর (Denominator) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অর্থাৎ,

$$\text{একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়} = \frac{\text{বাজেটকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়}}{\text{প্রত্যাশিত উৎপাদন একক}}$$

বিভাজক হিসেবে প্রত্যাশিত উৎপাদন একক নির্ধারণ ব্যবস্থাপকদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীল।

এই প্রত্যাশিত উৎপাদন একক নির্ধারণ করা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভাজক হিসেবে প্রত্যাশিত উৎপাদন একক নির্ধারণ ব্যবস্থাপকদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীল।

ব্যবস্থাপকগণ সাধারণত পণ্য উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের লক্ষ্যে কমপক্ষে এক বছরের জন্য একটি স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার নির্ধারণ ও ব্যবহার করে থাকেন। তাই প্রত্যাশিত উৎপাদন একক এবং বাজেটকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় এমনভাবে নির্ধারণ করতে হয়, যেন তা অন্ততঃ এক বছরের উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। অধিকাংশ ব্যবস্থাপকগণ বাজেটকৃত বার্ষিক উৎপাদন একককে প্রত্যাশিত উৎপাদন একক হিসেবে বিভাজকের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য স্বাভাবিক (Normal) কার্যক্ষমতার একককে প্রত্যাশিত একক হিসেবে ব্যবহার করেন। অনেক ব্যবস্থাপক সম্পূর্ণ বা সর্বোচ্চ উৎপাদন একককে (Maximum or Full capacity) প্রত্যাশিত উৎপাদন একক হিসেবে ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী পণ্য মূল্য নির্ধারণের (Long Run Pricing) জন্য স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার নিরূপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ মেয়াদের জন্য স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার নির্ধারণ করা হলে তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। নিম্ন পর্যায়ের তদারকীর ক্ষেত্রে (Lower Level of Supervision) ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থায়ী ব্যয়ই প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। উচ্চ পর্যায়েও স্বল্পকালীন ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎপাদন এককের জন্যও অনেক স্থায়ী ব্যয়ই অনেক সময় অনিয়ন্ত্রণযোগ্য। তাই নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না।

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতির সমন্বয়
(Reconciliation of Variable Costing and Absorption Costing)

ইতোপূর্বের আলোচনায় আপনি জেনেছেন, কোন বৎসরে প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ সেই বৎসরের প্রত্যাশিত উৎপাদন এককের সমান না হলে, পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা ভিন্ন হবে। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলে, এই পার্থক্যের পরিমাণ হবে বৎসরের প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুত পণ্যের পার্থক্য এবং একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় এর গুণফলের সমান। নোভা কোম্পানির উদাহরণটি লক্ষ্য করলে দেখবেন, ১৯৯৫ সালে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত পরিচালনা মুনাফা ৮৬,০০০ টাকা এবং পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত পরিচালনা মুনাফা ৬৬,০০০ টাকা। অর্থাৎ, মুনাফার পার্থক্য হচ্ছে, (৮৬০০০ - ৬৬০০০) টাকা = ২০,০০০ টাকা। অপরদিকে, ১৯৯৫ সালের প্রারম্ভিক মজুতপণ্য ছিল ৩০,০০০ একক যা ২০,০০০ একক কমে সমাপনী মজুত পণ্য ১০,০০০ একক এবং এই মজুত পণ্যের পরিবর্তনকে একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার দ্বারা গুণ করলেই মুনাফার পার্থক্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ,

মুনাফার পার্থক্য = মজুত পণ্যের পরিবর্তন × স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার

= (২০,০০০ × ১) টাকা = ২০,০০০ টাকা

নোভা কোম্পানির ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফার সমন্বয় নিচে টেবিলের সাহায্যে দেখানো হলো-

নোভা কোম্পানি

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত পরিচালনা মুনাফার (Operating Income) সমন্বয়

	১৯৯৪	১৯৯৫	মোট
পরিচালনা মুনাফা			
পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে	৮০,০০০	৬৬,০০০	১,৪৬,০০০
পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে	৫০,০০০	৮৬,০০০	১,৩৬,০০০
মুনাফার পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে হবে	৩০,০০০	(২০,০০০)	(১০,০০০)
মুনাফার পার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুত পণ্যের পার্থক্য এবং স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে পণ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা :			
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়ের হার	১ টাকা	১ টাকা	১ টাকা
মজুত পণ্যের পরিবর্তন (একক) :			
প্রারম্ভিক মজুত	--	৩০,০০০	--
সমাপনী মজুত	৩০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
পরিবর্তন	৩০,০০০	(২০,০০০)	১০,০০০
পরিচালনা আয়ের পার্থক্য			
(মজুত পণ্য পরিবর্তন × স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার)	৳ ৩০,০০০	৳ (২০,০০০)	৳ ১০,০০০

অন্যভাবে বলা যায়, দুই পদ্ধতির পরিচালনা মুনাফার পার্থক্য হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট বৎসরে দু'টি পদ্ধতিতে যে মোট উৎপাদন উপরিব্যয় বন্টন (Charge) করা হয় তার পার্থক্যের সমান। পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে ১৯৯৫ সালে মোট ব্যয়িত ১,৫০,০০০ টাকা উৎপাদন উপরিব্যয়-এর সম্পূর্ণ অংশই খরচ হিসেবে আয় বিবরণীতে দেখানো হয়। কিন্তু পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় দুটি স্থানে বিভক্ত অবস্থায় থাকে - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ে এবং উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্কতে। উৎপাদিত একক প্রতি ১ টাকা হারে ১৯৯৪ সালে উৎপাদিত ১,৭০,০০০ একক পণ্যের জন্য প্রয়োগকৃত (Applied) স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হচ্ছে, (১,৭০,০০০ একক @ ১ টাকা) = ১,৭০,০০০ টাকা, ১৯৯৪ সালে ১,৪০,০০০ একক বিক্রয় হয়েছে এবং সমাপনী মজুত পণ্য ৩০,০০০ একক, যা ১৯৯৫ সালের প্রারম্ভিক একক। ১৯৯৫ সালের এই প্রারম্ভিক ৩০,০০০ এককের ব্যয়ের মধ্যে ১ টাকা হারে ১৯৯৪ সালের ৩০,০০০ টাকা স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় আছে। ১৯৯৫ সালে উৎপাদিত ১,৪০,০০০ এককের জন্য প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় (১,৪০,০০০ একক @১ টাকা) = ১,৪০,০০০ টাকা। ১৯৯৫ সালে সমাপনী মজুত ১০,০০০ একক, যার সাথে ১ টাকা হারে ১০,০০০ টাকা স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয পরবর্তী বৎসরে স্থানান্তরিত হবে। সুতরাং, পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে ১৯৯৫ সালে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ে প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হচ্ছে -

প্রারম্ভিক মজুতপণ্যে ১৯৯৫ সালে প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	৩০,০০০ টাকা
যোগ : ১৯৯৫ সালে উৎপাদিত ১,৪০,০০০ এককের জন্য প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় @ ১ টাকা	১,৪০,০০০ টাকা
	১,৭০,০০০ টাকা
বাদ : ১৯৯৫ সালে সমাপনী মজুত পণ্যের মধ্যে প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় (১০,০০০ একক @১ টাকা)	১০,০০০ টাকা
১৯৯৫ সালে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ে প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	১,৬০,০০০ টাকা

এছাড়াও, ১৯৯৫ সালে প্রত্যাশিত উৎপাদন একক অপেক্ষা প্রকৃত উৎপাদন একক (১,৫০,০০০-১,৪০,০০০) = ১০,০০০ একক কম হওয়ায় স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়ের জন্য ১৯৯৫ সালে উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক (Production Volume Variance) হবে (১০,০০০ × ১) = ১০,০০০ টাকা (প্রতিকূল)। সুতরাং, ১৯৯৫ সালে মোট প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হচ্ছে- (১,৬০,০০০ + ১০,০০০) = ১,৭০,০০০ টাকা। এই প্রয়োগকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়ের পরিমাণ প্রকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় অপেক্ষা (১,৭০,০০০-১,৫০,০০০) টাকা = ২০,০০০ টাকা বেশি। এজন্যই, পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে ১৯৯৫ সালের জন্য নির্ণীত মুনাফা পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা অপেক্ষা, (৬৬,০০০-৮৬,০০০) টাকা = ২০,০০০ টাকা কম।

একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, কোন বৎসরে উৎপাদন একক অপেক্ষা বিক্রয় একক অধিক হলে প্রারম্ভিক মজুত অপেক্ষা সমাপনী মজুত হ্রাস পাবে। এর ফলে পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা, পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা অপেক্ষা বেশি হবে। এখন নিশ্চয়ই নিচের অনুশীলনটির ব্যাখ্যা দেওয়া আপনার জন্য সহজ হবে।

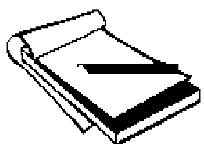

অনুশীলন

উৎপাদনের পরিমাণ ও বিক্রয়ের পরিমাণের ভিন্নতায় পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণয়ে পরিচালনা মুনাফার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ্ব ৩০০ শব্দ)

যেহেতু মজুত পণ্যের পরিমাণের পরিবর্তন হওয়ায় মুলতঃ পরিবর্তনশীল ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে মুনাফার পরিমাণ পরিবর্তিত হয়; এজন্য বলা যায়, মজুতপণ্য পরিবর্তিত না হলে, মুনাফার সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে না। বর্তমানে উন্নত দেশ সমূহে যথাসময়ে উৎপাদন (Just-in-Time Production) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে সংক্ষেপে জিট (JIT) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে এমনভাবে উৎপাদন করা হয়, যাতে কোন মজুত থাকবে না বা শূন্য মজুত থাকবে। জাপানী ব্যবস্থাপকগণ এই পদ্ধতির উদ্ভাবক।

ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান

উদাহরণ -১ :

রবি কোম্পানির ১৯৯৫ সালের উপাত্ত নিচে দেওয়া হলো :

প্রকৃত উৎপাদন	৫৮,০০০	একক
প্রত্যাশিত উৎপাদন	৭০,০০০	একক
বিক্রয় : ৫,৫০০০ একক @	২৫	টাকা
উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যয় :		
পরিবর্তনশীল	৪,৬৪,০০০	টাকা
স্থায়ী	৩,৫০,০০০	টাকা
প্রশাসনিক ও বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় :		
পরিবর্তনশীল	১,৭৪,০০০	টাকা
স্থায়ী	১,৪০,০০০	টাকা

মনে করুন, প্রারম্ভিক কোন মজুতপণ্য ছিল না। পরিবর্তনশীল ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৫ সালের পরিচালনা মুনাফা নির্ণয় করুন।

সমাধান :

একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় = (পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় ÷ প্রকৃত উৎপাদন)
= (৪,৬৪,০০০ ÷ ৫৮,০০০) টাকা
= ৮ টাকা

একক প্রতি প্রমাণ স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় = (স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় ÷ প্রত্যাশিত উৎপাদন)
= (৩,৫০,০০০ ÷ ৭০,০০০) টাকা
= ৫ টাকা

∴ পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে একক প্রতি ব্যয় = (৮ + ৫) টাকা
= ১৩ টাকা

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয় নির্ণয় :
(১৯৯৫ সালের জন্য)

বিক্রয় রাজস্ব (৫৫,০০০ একক @ ২৫ টাকা)		১৩,৭৫,০০০ টাকা
বাদ, বিক্রিত পণ্যের পরিবর্তনশীল উপাদন ব্যয় (৫৫,০০০ একক @ ৮ টাকা)		৪,৪০,০০০ ”
		৯,৩৫,০০০ টাকা
বাদ, পরিবর্তনশীল প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয়		১,৭৪,০০০ ”
দত্তাংশ		৭,৬১,০০০ টাকা
বাদ, স্থায়ী ব্যয় : স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়	৳ ৩,৫০,০০০	
স্থায়ী প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয়	১,৪০,০০০	
মোট স্থায়ী ব্যয়		৪,৯০,০০০ ”
পরিচালনা আয়		২,৭১,০০০ ”

পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয় নির্ণয় :
(১৯৯৫ সালের জন্য)

বিক্রয় রাজস্ব (৫৫,০০০ একক @ ২৫ টাকা)		১৩,৭৫,০০০ টাকা
বাদ, বিক্রীত পণ্যের প্রমাণ ব্যয় (৫৫,০০০ একক @ ১৩ টাকা)		৭,১৫,০০০ ”
মোট মুনাফা - প্রমাণ ব্যয় সাপেক্ষে		৬,৬০,০০০ টাকা
বাদ, উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক-[১] (প্রতিকূল)		৬০,০০০ ”
মোট মুনাফা - প্রকৃত		৬,০০,০০০ টাকা
বাদ, প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয় :		
পরিবর্তনশীল	৳ ১,৭৪,০০০	
স্থায়ী	১,৪০,০০০	
পরিচালনা আয়		৩,১৪,০০০ ”
		২,৮৬,০০০ টাকা

টীকা : ১

উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক :

= (প্রকৃত উৎপাদন পরিমাণ - প্রত্যাশিত উৎপাদন পরিমাণ) × স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় হার
= (৫৮,০০০ - ৭০,০০০) × ৫
= (১২০০০ × ৫) = ৬০,০০০ টাকা (প্রতিকূল)

সমন্বয় :

পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয়	২,৮৬,০০০	টাকা
পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয়	২,৭১,০০০	”
পরিচালনা আয়ের পার্থক্য	১৫,০০০	টাকা
সমাপনী মজুত (৫৮০০০ - ৫৫০০০) =	৩,০০০	একক
প্রারম্ভিক মজুত	০	একক
মজুত পণ্য পরিবর্তন	৩,০০০	একক

∴ পরিচালনা আয়ের পার্থক্য :
= (মজুত পণ্য - পরিবর্তন × একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন ব্যয়)
= ৩০০০ একক @ ৫ টাকা
= ১৫,০০০ টাকা।

উদাহরণ -২ :

বেলি কোম্পানি-এর এক বৎসরের তথ্য নিচে দেওয়া আছে

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ক্রয়	২৮,৫০০	টাকা
প্রারম্ভিক কাঁচামাল মজুত	৭,৫০০	টাকা
প্রারম্ভিক সম্পূর্ণ পণ্য	১,০০০	একক
উৎপাদিত সম্পূর্ণ পণ্য	৫০০০	একক
সম্পূর্ণ পণ্য বিক্রয়, @ ৩০ টাকা	৫৫০০	একক
প্রত্যক্ষ মজুরি	৩০,০০০	টাকা
স্থায়ী উৎপাদন উপরি ব্যয়	৪০,০০০	টাকা
পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়	১০,০০০	টাকা
স্থায়ী প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয়	২৫,০০০	টাকা
পরিবর্তনশীল প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয়	৭,০০০	টাকা
সমাপনী কাঁচামাল মজুত	৬,০০০	টাকা
স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা (বার্ষিক)	৫,০০০	একক

প্রক্রিয়ায় পণ্যের কোন মজুত নাই। কোন প্রকার ভেদাঙ্কও নাই। পরিবর্তনশীল ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে বিবরণীর সাহায্যে পরিচালনা আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন। দুই পদ্ধতিতে নির্ণীত পরিচালনা আয়ের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

সমাধান :

৫,০০০ একক উৎপাদনে পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় :

প্রারম্ভিক কাঁচামাল মজুত	৭,৫০০ টাকা	
যোগ, প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ক্রয়	২৮,৫০০ ’’	
	৩৬,০০০ টাকা	
বাদ, সমাপনী কাঁচামাল মজুত	৬,০০০ ’’	
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যবহার		৩০,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি		৩০,০০০ ’’
পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়		১০,০০০ ’’
মোট পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়		৭০,০০০ টাকা

∴ একক প্রতি পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়
= (৭০,০০০ টাকা ÷ ৫,০০০ একক)
= ১৪ টাকা

একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় = (স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ÷ স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা
= (৪০,০০০ টাকা ÷ ৫,০০০ একক)
= ৮ টাকা

∴ পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে একক প্রতি ব্যয়
= (১৪ + ৮) টাকা = ২২ টাকা

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয় নির্ণয় :		টাকা
বিক্রয় রাজস্ব (৫,৫০০ একক @ ৩০ টাকা)		১,৬৫,০০০
বাদ, বিক্রীত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় (৫,৫০০ একক @ ১৪ টাকা)		৭৭,০০০
		৮৮,০০০
বাদ, পরির্তনশীল প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয়		৭,০০০
দত্তাংশ		৮১,০০০
বাদ, স্থায়ী ব্যয় : স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	৪০,০০০	
স্থায়ী প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয়	২৫,০০০	
মোট স্থায়ী ব্যয়		৬৫,০০০
পরিচালনা আয়		১৬,০০০

পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয় নির্ণয় :		টাকা
বিক্রয় রাজস্ব (৫,৫০০ একক) @ ৩০ টাকা		১,৬৫,০০০
বাদ, বিক্রীত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় (৫,৫০০ একক @ ২২ টাকা)		১,২১,০০০
মোট মুনাফা - প্রমাণ ব্যয় সাপেক্ষে		৪৪,০০০
(±) উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক[১]		০
মোট মুনাফা - প্রকৃত		৪৪,০০০
বাদ, প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয় :		
পরিবর্তনশীল	৭,০০০	
স্থায়ী	২৫,০০০	
		৩২,০০০
পরিচালনা আয়		১২,০০০

টীকা :

১ : যেহেতু বার্ষিক স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫,০০০ একক এবং প্রকৃত উৎপাদন ও ৫,০০০ একক, এজন্য কোন উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক হবে না।

সমন্বয় :

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয়	১৬,০০০ টাকা
পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয়	১২,০০০ ,,
পরিচালনা আয়ের পার্থক্য	৪,০০০ টাকা
প্রারম্ভিক মজুত	১০০০ একক
যোগ, উৎপাদন	৫,০০০ ,,
বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত	৬,০০০ একক
বাদ, বিক্রয়	৫,৫০০ ,,
সমাপনী মজুত	৫০০ একক

মজুত পণ্যের পরিবর্তন : (প্রারম্ভিক মজুত - সমাপনী মজুত)
= (১০০০ - ৫০০) একক = ৫০০ একক

∴ পরিচালনা আয়ের পার্থক্য = (মজুত পণ্যের পরিবর্তন × স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার)
= (৫০০ একক × ৮ টাকা)
= ৪,০০০ টাকা।

লক্ষ্যণীয় :

- উপরের প্রথম উদাহরণে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন প্রত্যাশিত উৎপাদন (৭০,০০০ একক) অপেক্ষা প্রকৃত উৎপাদন (৫৮,০০০ একক) কম হওয়ায় উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক (৬০,০০০ টাকা) হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাদন প্রত্যাশিত উৎপাদন অপেক্ষা কম হওয়ায় ভেদাঙ্ক হয়েছে প্রতিকূল। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন প্রত্যাশিত উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হলে এই ভেদাঙ্ক হবে অনুকূল, যা প্রমাণ ব্যয় সাপেক্ষে মোট মুনাফার সাথে যোগ হয়। দ্বিতীয় উদাহরণে স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা (৫,০০০ একক) অনুযায়ী প্রকৃত উৎপাদনও ৫,০০০ একক হওয়ায় উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক হয়েছে শূন্য (০)।

- প্রথম উদাহরণে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ছিল না, কিন্তু সমাপনী মজুত পণ্য ছিল ৩,০০০ একক। অর্থাৎ, মজুতপণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য পরিবর্তশীল ব্যয় পদ্ধতি অপেক্ষা পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয় বেশী হয়েছে। আবার, দ্বিতীয় উদাহরণে, প্রারম্ভিক মজুতপণ্য ছিল ১০০০ একক এবং সমাপনী মজুত পণ্য ছিল ৫০০ একক। অর্থাৎ, মজুতপণ্য হ্রাস পেয়েছে। এজন্য পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অপেক্ষা পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে পরিচালনা আয় কম হয়েছে।

উদাহরণ -৩ :

অরিত্র কোম্পানি-এর ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালের কিছু উপাত্ত নিচে দেওয়া আছে -

	১৯৯৪	১৯৯৫
সমাপ্ত পণ্যের মজুত :		
প্রারম্ভিক মজুত	-	২,০০০
উৎপাদন	১৫,০০০	১৩,০০০
বিক্রয়	১৩,০০০	১৪,০০০
সমাপনী মজুত	২,০০০	১,০০০

দুই বৎসরের জন্য একক প্রতি প্রমাণ উৎপাদন ব্যয় ছিল নিম্নরূপ :

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	১২ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি	১০ ''
পরিবর্তনশীল কারখানা উপরিব্যয়	৫ ''
একক প্রতি প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় :	২৭ টাকা

বাজেটকৃত বার্ষিক স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ১,২০,০০০ টাকা। স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০০ একক। বাজেটকৃত অন্যান্য তথ্য হচ্ছে :

একক প্রতি বিক্রয় মূল্য	৫০ টাকা
একক প্রতি পরিবর্তনশীল বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়	৪ ''
স্থায়ী বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয় (বার্ষিক)	৫০,০০০ টাকা

প্রক্রিয়ায় পণ্যের কোন প্রারম্ভিক বা সমাপনী মজুত পণ্য নেই। ১৯৯৪ সালে প্রমাণ ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে কোন রূপ ভেদাঙ্ক ছিল না। তবে ১৯৯৫ সালে প্রকৃত কিছু তথ্য নিচে দেওয় হলো :

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	১,৫৭,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি	১,২৮,০০০ ''
পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয়	৬৭,০০০ ''
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	১,২১,০০০ ''
বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়	
পরিবর্তনশীল	৫০,৫০০ ''
স্থায়ী	৫০,০০০ ''
বিক্রয়	৭,০০,০০০ টাকা

ক) ১৯৯৪ সালের সমাপনী মজুত পণ্য ও পরিচালনা আয় নির্ণয় করুন।

খ) ১৯৯৫ সালের জন্য প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি এবং প্রমাণ পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন এবং ভেদাঙ্ক পরবর্তী পরিচালনা আয় নির্ণয় করুন।

গ) ১৯৯৫ সালে পরিবর্তনশীল ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি মোতাবেক অরিত্র কোম্পানির পরিচালনা আয় ভিন্ন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সমাধান :

অরিত্র কোম্পানি

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে আয় বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব : (১৩০০০ একক @ ৫০ টাকা)		৬,৫০,০০০
পরিবর্তনশীল ব্যয় :		
বিক্রীত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়	-	
প্রারম্ভিক মজুত, প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় হারে	-	
যোগ, উৎপাদিত পণ্যের প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় (১৫,০০০ একক @ ২৭ টাকা)	৪,০৫,০০০	
বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত পণ্যের ব্যয়	৪,০৫,০০০	
বাদ সমাপনী মজুত, প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় হারে (২,০০০ একক @ ২৭ টাকা)	৫৪,০০০	
বিক্রিত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় *সি/এফ*	৩,৫১,০০০	

বিক্রিত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়	*বি/এফ*	৩,৫১,০০০	
পরিবর্তনশীল প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয় (@১৩০০০ একক @ ৪ টাকা		৫২,০০০	
মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়			৪,০৩,০০০
দত্তাংশ			২,৪৭,০০০
স্থায়ী ব্যয় :			
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়		১,২০,০০০	
স্থায়ী প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয়		৫০,০০০	
মোট স্থায়ী ব্যয়			১,৭০,০০০
পরিচালনা আয়			৭৭,০০০

অরিত্র কোম্পানি
পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে আয় বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব : (১৩০০০ একক @ ৫০ টাকা)		৬,৫০,০০০
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় :		
প্রারম্ভিক মজুত, প্রমাণ পরিশোষণ ব্যয় ৩৫[১] টাকা হারে	-	
যোগ, উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় (১৫,০০০ একক @ ৩৫ টাকা)	৫,২৫,০০০	
বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত পণ্যের ব্যয়	৫,২৫,০০০	
বাদ সমাপনী মজুত, প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় (২,০০০ একক @ ৩৫ টাকা)	৭০,০০০	
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় প্রমাণ ব্যয় সাপেক্ষে		৪,৫৫,০০০
মোট মুনাফা - প্রমাণ ব্যয় সাপেক্ষে		১,৯৫,০০০
(±) উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক		০
মোট মুনাফা প্রকৃত		১,৯৫,০০০
বাদ, বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়		
পরিবর্তনশীল (১৩,০০০ একক @৪ টাকা)	৫২,০০০	
স্থায়ী	৫০,০০০	
মোট স্থায়ী ব্যয়		১০২,০০০
পরিচালনা আয়		৯৩,০০০

টীকা :

১. একক প্রতি প্রমাণ স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়,
= (বাজেটকৃত বার্ষিক স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ÷ স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা)
= (১,২০,০০০ টাকা ÷ ১৫,০০০ একক)
= ৮ টাকা / একক
∴ একক প্রতি প্রমাণ পরিশোষণ ব্যয় = (একক প্রতি প্রমাণ স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় + একক প্রতি প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয়)
= (৮+২৭) টাকা = ৩৫ টাকা

অরিত্র কোম্পানি

পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে আয় বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব : (১৪০০০ একক @ ৫০ টাকা)		৭,০০,০০০
পরিবর্তনশীল ব্যয় :		
বিক্রিত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়		
প্রারম্ভিক মজুত, প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় হারে (২,০০০ একক @ ২৭ টাকা)	৫৪,০০০	
যোগ, উৎপাদিত পণ্যের প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় : (১৩,০০০ একক @ ২৭ টাকা)	৩,৫১,০০০	
	৪,০৫,০০০	
বাদ সমাপনী মজুত, প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় হারে (১,০০০ একক @ ২৭ টাকা)	২৭,০০০	
বিক্রিত পণ্যের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়	৩,৭৮,০০০	
প্রমাণ পরিবর্তনশীল প্রশাসনকি ও বিক্রয় ব্যয় (১৩,০০০ একক @ ৪ টাকা	৫২,০০০	
মোট প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয়		৪,৩০,০০০
দত্তাংশ		২,৭০,০০০
স্থায়ী ব্যয় :		
প্রমাণ স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	১,২০,০০০	
প্রমাণ স্থায়ী বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়	৫০,০০০	
মোট প্রমাণ স্থায়ী ব্যয়		১,৭০,০০০
পরিচালনা আয় - ভেদাঙ্কর পূর্বে		১,০০,০০০
নমনীয় বাজেট ভেদাঙ্ক : [২]		
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় ভেদাঙ্ক - প্রতিকূল	(১০০০)	
প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় ভেদাঙ্ক - অনুকূল	২,০০০	
পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয় ভেদাঙ্ক - প্রতিকূল	(২,০০০)	
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ভেদাঙ্ক - প্রতিকূল	(১০০০)	
পরিবর্তনশীল বিক্রয় ও প্রশাসনিক অনুকূল-ভেদাঙ্ক ব্যয়	১,৫০০	(৫০০)
পরিচালনা আয়		৯৯,৫০০

টীকা :

২. নমনীয় বাজেট ভেদাঙ্ক নিণয় : (এক সম্পর্কে ইউনিট ৯-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

- **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় ভেদাঙ্ক,**

  = (প্রত্যক্ষ কাঁচামালের প্রকৃত খরচ - প্রকৃত উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ কাঁচামালের প্রমাণ ব্যয়)

  = (১,৫৭,০০০ - ১৩,০০০ একক @ ১২ টাকা)

  = (১,৫৭,০০০ - ১,৫৬,০০০) টাকা = ১,০০০ টাকা (প্রতিকূল)

- **প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় ভেদাঙ্ক,**

  = (প্রকৃত প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয়-প্রকৃত উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ মজুরির প্রমাণ ব্যয়)

  = (১,২৮,০০০ - ১৩,০০০ একক @ ১০ টাকা)

  = (১,২৮,০০০ - ১,৩০,০০০) টাকা = ২,০০০ টাকা (অনুকূল)

- **পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয় ভেদাঙ্ক**

  = (প্রকৃত ব্যয় - প্রকৃত উৎপাদনের জন্য প্রমাণ ব্যয়)

  = (৬৭,০০০ - ১৩,০০০ একক @ ৫ টাকা)

  = (৬৭,০০০ - ৬৫,০০০) টাকা = ২,০০০ টাকা (প্রতিকূল)

- **স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ভেদাঙ্ক**

    = (প্রকৃত ব্যয় - বাজেটকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়)

    = (১,২১,০০০ - ১,২০,০০০) টাকা = ১০০০ টাকা (প্রতিকূল)

- **পরিবর্তনশীল বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয় ভেদাঙ্ক**

    = (প্রকৃত ব্যয় - প্রকৃত উৎপাদনের জন্য প্রমাণ ব্যয়)

    = (৫০,৫০০ - ১৩,০০০ একক @ ৪ টাকা)

    = (৫০,৫০০ - ৫২,০০০) টাকা = ১,৫০০ টাকা (অনুকূল)

অরিত্র কোম্পানি

পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে আয় বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব : (১৪০০০ একক @ ৫০ টাকা)		৭,০০,০০০
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় :		
প্রারম্ভিক মজুত, প্রমাণ পরিশোষণ ব্যয় হারে (২,০০০ একক @ ৩৫ টাকা)	৭০,০০০	
যোগ, উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়, প্রমাণ পরিশোষণ ব্যয় হারে (১৩০০০ একক @ ৩৫ টাকা)	৪,৫৫,০০০	
বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত পণ্যের ব্যয়	৫,২৫,০০০	
বাদ, সমাপনী মজুত, প্রমাণ পরিশোষণ ব্যয় (১,০০০ একক @ ৩৫ টাকা)	৩৫,০০০	
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় - প্রমাণ পরিশোক্ষ ব্যয়		৪,৯০,০০০
মোট মুনাফা - প্রমাণ ব্যয় সাপেক্ষে		২,১০,০০০
বাদ, বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয় :		
প্রমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয় (১৩,০০০ একক @ ৪ টাকা)	৫২,০০০	
প্রমাণ স্থায়ী ব্যয়	৫০,০০০	
		১,০২,০০০
পরিচালনা আয়-ভেদাঙ্কের পূর্বে		১,০৮,০০০
উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক - প্রতিকূল[৩]	(১৬,০০০)	
নমনীয় বাজেট ভেদাঙ্ক		
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় ভেদাঙ্ক - প্রতিকূল	(১,০০০)	
প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় ভেদাঙ্ক - অনুকূল	২,০০০	
পরিবর্তনশীল উৎপাদন উপরিব্যয় ভেদাঙ্ক - প্রতিকূল	(২,০০০)	
স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় ভেদাঙ্ক - প্রতিকূল	(১,০০০)	
পরিবর্তনশীল বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয় ভেদাঙ্ক - অনুকূল	১৫০০	
মোট ভেদাঙ্ক -		(১৬,৫০০)
পরিচালনা আয়		৯১,৫০০

টীকা :

৩. উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক,

    = (প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ - স্বাভাবিক উৎপাদনের পরিমাণ) × একক প্রতি প্রমাণ স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়

    = (১৩,০০০ - ১৫,০০০) × ৮ টাকা

= ১৬,০০০ টাকা (প্রতিকূল)

গ. পরিবর্তনশীল ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত পরিচালনা আয়ের সমন্বয় :

	১৯৯৪	১৯৯৫	মোট
পরিচালনা আয় :			
পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে	৯৩,০০০	৯১,৫০০	১,৮৪,৫০০
পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে	৭৭,০০০	৯৯,৫০০	১,৭৬,৫০০
পার্থক্য - ব্যাখ্যা করতে হবে	৳ ১৬,০০০	৳ (৮,০০০)	৳ ৮,০০০
প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণের পার্থক্যকে একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় দ্বারা গুণ করে পার্থক্য সমন্বয় করা যায়:			
একক প্রতি স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়	৮ টাকা	৮ টাকা	৮ টাকা
মজুত পণ্যের পরিবর্তন :			
সমাপনী মজুত পণ্য (একক)	২,০০০	১,০০০	১,০০০
প্রারম্ভিক মজুত পণ্য (একক)	-	২,০০০	-
পরিবর্তন	২,০০০	(১০০০)	১০০০
পরিচালনা আয়ের পার্থক্যের পরিমাণ	৳ ১৬,০০০	৳ (৮,০০০)	৳ (৮,০০০)

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**
- **সত্য ও মিথ্যা নির্দেশ করুন**

১. একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় স্থায়ী থাকে।

২. একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় স্থায়ী থাকে।

৩. পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে পরিবর্তনশীল ব্যয়কে পণ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪. যে বৎসরে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে সেই বৎসরের রাজস্ব হিসাবের বিপরীতে পণ্য ব্যয়কে প্রয়োগ করা হয়।

৫. পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে পণ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. প্রারম্ভিক মজুত পণ্য অপেক্ষা সমাপনী মজুত পণ্য বৃদ্ধি পেলে পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত মুনাফা অপেক্ষা বেশী হবে।

৭. মজুত পণ্যের পরিবর্তন এবং স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার এর গুণফল হচ্ছে উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক।

৮. মুজত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক ধনাত্মক হবে।

৯. বাজেট তৈরি এবং নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নমনীয় বাজেট প্রস্তুতের জন্য পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

১০. পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ে এবং উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্কে বিভক্ত হয়ে থাকে।

১১. বাজেটকৃত স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়কে প্রকৃত উৎপাদনের একক দ্বারা ভাগ করে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয় হার নির্ণয় করা হয়।

- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে পরিবর্তনশীল ব্যয়,
   ক. পণ্য ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকে
   খ. সমাপনী মজুত পণ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে
   গ. ক ও খ উভয়ই সঠিক
   ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

২. পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়
   ক. পণ্য ব্যয়ে কোন প্রভাব ফেলে না
   খ. কালীন ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়
   গ. সরাসরি দত্তাংশ থেকে বাদ যায়
   ঘ. সবগুলিই ঠিক।

৩. পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী উৎপাদন উপরিব্যয়
   ক. পণ্য ব্যয়ে কোন প্রভাব ফেলে না
   খ. পণ্য ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়
   গ. কালীন ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়
   ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

৪. পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যয়কে দু'টো দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয় -
   ক. উৎপাদন সংক্রান্ত এবং অনুৎপাদন সংক্রান্ত
   খ. স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল
   গ. কালীন ও পণ্য
   ঘ. সবগুলিই ঠিক।

৫. পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যয়কে দু'টো দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয় -
- ক. উৎপাদন সংক্রান্ত এবং অনুৎপাদন সংক্রান্ত
- খ. স্থায়ী ও পরিবর্তনশীলন
- গ. কালীন ও পণ্য
- ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

৬. প্রকৃত উৎপাদন একক যখন বাজেটকৃত বা প্রত্যাশিত উৎপাদন এককের চাইতে বেশি হয় তখন এই ভেদাঙ্ককে বলে -
- ক. উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক - অনুকূল
- খ. উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক - প্রতিকূল
- গ. ক ও খ উভয়ই সঠিক
- ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

৭. উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ককে অনুকূল বলা হয়, কারণ -
- ক. সুবিধাদির প্রকৃত ব্যবহার প্রত্যাশিত ব্যবহারের চাইতে বেশি
- খ. উপরিব্যয় অতিরিক্ত প্রয়োগ করা হয়
- গ. সুবিধাদির প্রকৃত ব্যবহার প্রত্যাশিত ব্যবহারের চাইতে কম
- ঘ. ক ও খ সঠিক।

- **উত্তরমালা**

পাঠ-১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. গ, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. ঘ, ৫. ঘ, ৬. খ, ৭. ক।

পাঠ-২

সত্য ও মিথ্যা নির্দেশ করুন

১. স, ২. মি, ৩. স, ৪. স, ৫. স, ৬. স, ৭. স, ৮. স, ৯. মি, ১০. স, ১১. মি।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. গ, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. ক, ৫. খ, ৬. ক, ৭. ঘ।

ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, শব্দাংশ, ধারণা এবং পরিভাষা

Absorption Costing Method	:	পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি
Actual Variable Manufacturing Cost	:	প্রকৃত পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়
Clerical Cost	:	করণিক কাজ
Cost applied	:	ব্যয় প্রয়োগ
Direct Administrative Cost	:	প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক ব্যয়
Direct Costing	:	প্রত্যক্ষ ব্যয় পদ্ধতি
Direct Marketing Cost	:	প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যয়
Expired Cost	:	মেয়াদ উত্তীর্ণ বা তামাদি ব্যয়
External Reporting	:	বহিঃ রিপোর্টিং
Favourable	:	অনুকূল
Flexible Budget	:	নমনীয় বাজেট
Flow of Cost	:	ব্যয় প্রবাহ
Gross Profit at Standard	:	প্রমাণ মোট লাভ
Internal Reporting	:	আন্তঃ রিপোর্টিং
Operating Income	:	পরিচালনা মুনাফা
Overapplied	:	অতিরিক্ত প্রয়োগ
Performance Evaluation	:	কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন
Period Cost	:	কালীন ব্যয়
Product Cost	:	পণ্য ব্যয়
Production Volume Variance	:	উৎপাদন পরিমাণ ভেদাঙ্ক
Single Product	:	একক পণ্য
Standard Cost	:	প্রমাণ ব্যয়
Standard Variable Manufacturing Cost	:	প্রমাণ পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়
Underapplied	:	কম প্রয়োগ
Unexpired Cost	:	অনুত্তীর্ণ ব্যয়
Unfavourable	:	প্রতিকূল
Usage of Facilities	:	সুবিধাদির ব্যবহার
Variable Costing Method	:	পরিবর্তনশীল ব্যয় পদ্ধতি